**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৫ কার্তিক ১৪২১, ৩০ অক্টোবর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন, বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবিহিত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় দিক-নিদের্শনা প্রদানের লক্ষে আমি পর্যায়ক্রমে সকল মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করছি।

সেই ধারাবাহিকতায় আজ এসেছি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুব ও ক্রীড়া উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তখন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যুব-উন্নয়নে বিশেষ কর্ম-পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

যুব উন্নয়নের পাশাপাশি জাতির পিতা স্বাধীনতা ক্রীড়া উন্নয়নে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যার ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের বিকেএসপি। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদদের সহায়তা করতে জাতির পিতা ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা ২০১১ সালে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন পাশ করে এ প্রতিষ্ঠানটির অতীত ঐতিহ্য পূণঃপ্রতিষ্ঠা করি। বর্তমানে এ ফাউন্ডেশনের তহবিল সাড়ে সাত কোটি টাকায় উর্ত্তীণ হয়েছে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে, যুবসমাজকে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশের ১৪টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২৮টি জেলা কার্যালয় ও ৪২৬টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপন করি। ১৮শো’র বেশী যুব সংগঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান করি। প্রায় ১৪ লক্ষ বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করি। যার মধ্যে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার ১৩৯ জন আত্মকর্মী তৈরী হয়। প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্যে আমরা ৩৬৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করি। কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করি।

এসময় ক্রীড়াক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আইসিসি বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ১৯৯৮ সালে মিনি বিশ্বকাপের সফল আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচয় দেই। ১৯৯৯ এর বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। আওয়ামী লীগ আমলেই আইসিসি বাংলাদেশকে ওয়ান ডে মর্যাদা ও বিশ্বের ১০ম টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এখন আমাদের মহিলা ক্রিকেট দলও ওয়ান ডে স্ট্যাটাস অর্জন করেছে। ৮ম সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল দল স্বর্ণপদক লাভ করে। শুধু ফুটবল ও ক্রিকেটই নয় দাবা, শ্যূটিং ও অলিম্পিকসহ সকল ধরণের ক্রীড়ায় বাংলাদেশ এসময় এগিয়ে যায়।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

বিএনপি-জামাত জোট দেশের যুব ও ক্রীড়াখাতকে স্থবির করে রেখেছিল। ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাংগঠনিক শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর পরই ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করি। খেলাধুলার প্রসারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করি। ক্রীড়া প্রশিক্ষণের উপর জোর দেই। এখন ক্রীড়াঙ্গণে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আমরা দেশের ক্রীড়া অবকাঠামোগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন করেছি। কক্সবাজারে বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের নির্মিত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সৌন্দর্য বিদেশিদের মুগ্ধ করেছে। রাজধানী ঢাকাসহ নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা স্টেডিয়ামগুলোকেও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করেছি। রাজশাহী শহীদ কামরুজ্জামান বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গোপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় নতুন নতুন স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ আটটি ম্যাচ এবং চারটি অনুশীলন ম্যাচের আয়োজন করেছি। এছাড়া বঙ্গবন্ধু সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ-২০০৯, ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১০, আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট বাছাই পর্ব-২০১১, এশিয়াকাপ ক্রিকেট-২০১২, এশিয়া কাপ ক্রিকেট-২০১৪ ও ওয়ার্ল্ড টি-টুয়েন্টি বাংলাদেশ-২০১৪ সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টের সফল আয়োজক বাংলাদেশ।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমরা সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছি। ২০০৯ সালে পঞ্চম সাউথ এশিয়ান শ্যুটিং প্রতিযোগিতা, ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ অলিম্পিক কন্টিনেন্টাল কোয়ালিফাইং রাউন্ড, উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান মহিলা ক্লাব কাপ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা, নেপালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ান গুজুরি কারাতে চ্যাম্পিয়নশীপ, কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ এশিয়ান আরচারি গ্র্যান্ড প্রিক্স চ্যাম্পিয়নশীপ, সিউলে কোরিয়ান ওপেন ইন্টারন্যাশন্যাল তাওকোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

এছাড়া ২০১০ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইন্দো-বাংলাদেশ-বাংলা গেমস, ব্রুনাইয়ে অনুষ্ঠিত ওপেন গলফ চ্যাম্পিয়নশীপ, ২০১১ সালে কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত ১ম মাউন্ট এভারেস্ট ইন্টারন্যাশনাল তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপ, ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান জুডো চ্যাম্পিয়নশীপ, এথেন্সে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্পেশাল অলিম্পিকসহ দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত অসংখ্য আন্তর্জাতিক খেলায় বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে।

চলতি বছর আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ ১৯ যুব বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্লেট চ্যাম্পিয়ন হয়। ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স আরচারী চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ স্বর্ণপদক অর্জন করে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়নশীপের বাছাই পর্বে এবং দক্ষিণ এশিয়া বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়। শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত এএফসি প্রেসিডেন্ট কাপ ফুটবল টূর্নামেন্টে ‘এ’ গ্রুপ থেকে শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র চ্যাম্পিয়ন হয়। নেপালে অনুষ্ঠিত অষ্টম আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট কারাতে চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ৭টি স্বর্ণসহ ১২ পদক লাভ করে।

এবছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব হকি লীগের প্রথম পর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ হকি দল। দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস ও গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০ তম কমনওয়েলথ গেমসে বাংলাদেশ সাফল্যের সাক্ষর রাখে।

গত ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জিম্বাবুইয়ের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জয়লাভ করে। এদিন বাংলাদেশ ফুটবল টিমও শ্রীলংকাকে হারিয়ে সিরিজ জয় করে। আমি উভয় দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা প্রচলিত খেলাধুলার পাশাপাশি লুপ্তপ্রায় দেশীয় খেলাধুলাগুলোকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিয়েছি। স্কুল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভা খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

যুবকর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাসে আমাদের সরকার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালু করে। ৫৬ হাজার ৮০১ জন যুবক ও যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ এবং ৫৬ হাজার ৫৪ জনকে অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা হয়। বর্তমানে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কার্যক্রম চালু রয়েছে।

আমরা শিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছি। ভ্রাম্যমান আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সারা দেশের একহাজার যুব ক্লাবকে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে।

সাধারণ তফশিলি ব্যাংকের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও আনসার-ভিডিপি ব্যাংক যুবদের সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডসমূহ আপগ্রেড করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ১১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫১৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যারমধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ আত্মকর্মী তৈরী হয়েছে।

আমরা ১১টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও ২৯টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ করেছি। ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৮৫ জন প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাকে ৪২৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

আমরা শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করেছি। যুব উন্নয়নে ৬০৩ কোটি টাকার ৯টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১৪ লক্ষ বেকার যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবেন।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

জাতির পিতা বলতেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। আমাদের যুবক ও যুবমহিলাগণ হচ্ছে সেই সোনার মানুষ। আমরা চাই আমাদের যুবসমাজ কর্মে শিক্ষায় আদর্শ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠুক। যুবসমাজ যাতে ভুল পথে পা না বাড়ায়, মাদকাসক্তি বা সমাজবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ এবং দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনে সফলতা অর্জনের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মানচিত্রে একটি নিরাপদ স্থান। আমরা এই পরিচিতিকে তুলে ধরে ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষে কাজ করছি।

দেশের যুব ও ক্রীড়া খাতের উন্নয়নে গত পাঁচ বছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। এ সফলতার জন্য আমি এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ক্রীড়া পরিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি, এ খাতে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আপনারা আপনাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটাবেন। সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে নিরলস কাজ করে যাবেন।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...